তারিখ ... 8.4.84 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1 ...

সংবাদ

054

বাংলা একাডেমী বৃত্তি প্রসঙ্গে

অখণ্ড অবসরের মধ্যে লেখক ও গবেষকরা যাতে কাজ করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাংলা একাডেমী বৃত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতি বছর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের জন্যে একটি এবং মৌলিক গবেষণামূলক কর্মের জন্যে একটি—মোট দু'টি বৃত্তি দেয়া হবে। প্রতিটি বৃত্তির আর্থিক মূল্য মাসিক ১০ হাজার টাকা, আর এ বৃত্তি দেয়া হবে এক বছরের জন্যে।

যে উদ্দেশ্যে বৃত্তিটি দেয়া হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। বস্তুত: দেশের লেখক গবেষকরা অখণ্ড অবসর নিয়ে কাজ করার কথা প্রায় ভাবতেই পারেন না। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের অন্য ধরনের পেশায় নিয়োজিত থাকতে হয়। সেই পেশাগত দায়িত্ব ও সাংসারিক কর্তব্য পালনের পর যে সময়টুকু করে নেয়া যায়, সেটুকুই শুধু তারা ব্যয় করতে পারেন শিল্পসাহিত্য বা গবেষণার কাজে। এ ভাবে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চলতে পারে না, কিন্তু আমাদের এখানে মূলত: এভাবেই চলছে—তার ফলে এ সব ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্টির মান এবং কৃতিত্বের পরিমাণ কতখানি তা নিশ্চয়ই আর বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। পারিপার্শ্বিক চাপে পীড়িত মেধা ও খণ্ডকালীন শ্রমের ফসল হয়ে আছে ওগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। এ দিক থেকে বলা যায়, বাংলা একাডেমী বৃত্তি সাহিত্য ও গবেষণার পথ বিস্তৃততর করে তুলতে পারে।

তবে বৃত্তির আর্থিক মূল্য ও সময়সীমা সম্পর্কে বলা যায় : এতে অন্তত: গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রটি সীমিত হয়ে পড়বে। গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ভেদে সময়সীমা যে নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না তা আশা করি স্বীকার করবেন সকলেই। আর ক্ষেত্রবিশেষে ওই আর্থিক মূল্য যে যথেষ্ট হবে না সে কথাও সত্য। বিশেষ করে গবেষণাসহ অন্যান্য সব ধরনের ব্যয় যেহেতু বৃত্তিপ্রাপ্তকে তাঁর বৃত্তির টাকা থেকে মেটাতে হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে।

আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনেক গবেষণা এখনো হয়নি। অর্থাভাবে অনেক গবেষণা হতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যাকরণের কথা। আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হয়নি। অন্যদিকে একমাত্র আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ওপর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো অভিধান প্রণীত হয়নি। এগুলো সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল কাজ, কিন্তু অত্যন্ত দরকারী কাজ। এসব ক্ষেত্রে উদ্যোগ অবশ্য প্রতিষ্ঠান থেকেই নেয়া সম্ভব, কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রচেষ্টা নেয়া হবে বলে আশা করা যায় না। বর্তমান বৃত্তিটি তাই সীমিত পর্যায়ের কাজেই ব্যবহৃত হবে বলে অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রেও আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন অনেক বিষয়ের ওপর কাজ করার অবকাশ রয়েছে। আমরা আশা করছি, বৃত্তি দেয়ার নির্বাচক সভা সে লক্ষ্যটি সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত নেবেন। গায়ে পড়ে এ কথাগুলো বলতে হল এ কারণেই যে, 'বাংলা সাহিত্যে স্তন-বন্দনা' গোছের গবেষণা কাজে অর্থ ব্যয় করার নজির বাংলা একাডেমীর রয়েছে।